চুক্তির চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক

(Sign & Seal of Covenant)

মথি ২৮ অধ্যায় ১৮-২০ পদ

মথি ২৮ অধ্যায়ে, যীশু আমাদের যে মহান আদেশ দিয়েছেন, তার প্রধান ক্রিয়াপদ *(main verb)* হল "শিষ্য কর।" এখন এই আদেশ কীভাবে পালন করতে হবে, তা বর্ণনা করতে যীশু ৩টি পার্টিসিপল্ *(participle)* ব্যবহার করেছেন- (১) গিয়ে, (২) বাপ্তাইজ করে, (৩) শিক্ষা দিয়ে। অর্থাৎ, গিয়ে, বাপ্তাইজিত করে, এবং যীশু যে সমস্ত বিষয় আদেশ করেছেন, তা শিক্ষাদান করে, আমরা সমস্ত জাতিকে শিষ্য করব। এখন মণ্ডলী হিসাবে আমরা যীশুর এই মহান আদেশ পালন করে চলেছি। তাই আমরা (১) ই. ই. প্রশিক্ষণের সময় আমাদের চারপাশের মানুষের কাছে গিয়ে থাকি, কিংবা বিভিন্ন দলকে নিয়ে আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে থাকি। পাশাপাশি (২) মণ্ডলীর বিভিন্ন সভার মাধ্যমে ও বাপ্তিস্ম ক্লাশের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাদানের কাজও করে থাকি। কিন্তু আমাদের মণ্ডলীতে এমন অনেকে আছি, যারা বাপ্তাইজিত করার বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিই না। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যীশুর মহান আদেশ পালন করতে হলে, এটি হল একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যীশু নিজে তা আমাদের আদেশ করেছেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে বাপ্তাইজিত করার বিষয়টি কত অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে পারে। ধরুন, আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আর তাই, আপনি যে আমার বন্ধু, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে, আমি নিজে যদি এগিয়ে এসে আপনার সঙ্গে করমর্দন করি, তা কি আমাকে সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা দিতে পারবে? না, তা আমাকে সেই নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। কিন্তু তার পরিবর্তে, আপনি নিজে যদি এগিয়ে আসেন ও আমার সঙ্গে করমর্দন করেন, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সহজেই নিশ্চিত হতে পারি। বাপ্তিস্মের ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং বাপ্তিস্মদানের আদেশ দিয়েছেন, তিনি নিজে তাঁর বিশ্বাসী-সন্তান আমাদের এই চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি আমাদের জন্য কী করেছেন, তা প্রকাশ করেছেন।

আমাদের যখন বাপ্তাইজিত করা হয়, তখন আমরা নিজেরা নিস্ক্রীয় থেকে থাকি। সেখানে আমাদের নিজেদের কোনও কাজ নেই, থাকতেও পারে না। কারণ, বাপ্তিস্ম এমন অনুষ্ঠান নয়, যা আমি কী করেছি, সে বিষয় বলে। পরিবর্তে, বাপ্তিস্ম হল সেই সংস্কার, যা আমার জন্য খ্রীস্ট কী করেছেন, তা বলে থাকে। এর শুরু আমাতে নয়, কিন্তু খ্রীস্টেতে। এখন, বাপ্তিস্ম খ্রীস্টের কাছ থেকে আসার কারণে, পাপ থেকে মুক্তি পাবার এই চিহ্নে আমরা নিশ্চয়তা পেতে পারি। আমাদের পরিত্রাণ তাঁর কাছ থেকেই এসে থাকে। এই পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের বহু বৎসর পূর্বে খ্রীস্ট আমার পাপের শাস্তি ক্রুশের উপর গ্রহণ করেছিলেন। যখন আমি পাপে ও অপরাধে মৃত ছিলাম, তখন পবিত্র আত্মা আমাকে জীবিত করেছিলেন। আমার পরিবর্তে খ্রীস্ট যা করেছেন, তারই প্রতীক হল বাপ্তিস্ম; সেখানে কেবল খ্রীস্টই সক্রিয়, কিন্তু আমি নিস্ক্রিয়।

যীশুর মহান আদেশে বাপ্তাইজিত করার বিষয়টি কেন্দ্রীয় উপাদান হবার কারণ হল, খ্রীস্টের অনুসরণকারী হিসাবে বাপ্তিস্ম আমাদের চিহ্নিত করে এবং আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে, বিশ্বাসের দ্বারা আমরা আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা পেয়েছি। বাপ্তিস্মের অর্থ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যায়। এ হল খ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের চিহ্ন। এ হল আমাদের প্রতি খ্রীস্টের রক্ত প্রক্ষালনের (ছিটানোর) চিহ্ন। এ হল খ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের চিহ্ন। এদের প্রত্যেকটি অর্থই হল সত্য এবং গভীরভাবে চিন্তা ও ধ্যান করার বিষয়। কিন্তু সবথেকে প্রাথমিক স্তরে, বাপ্তিস্মের জল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের পাপসমূহ শুচিকৃত হয়েছে। পাপশুচিকারী ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের সমস্ত পাপের দাগ ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়েছে।

আমরা আমাদের বাপ্তিস্মের বিষয় যথেষ্ট চিন্তা করি না। কিন্তু আমরা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে, কিংবা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বালক বা শিশু হিসাবে যদি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকি, আমাদের উচিৎ আমাদের বাপ্তিস্মকে প্রায়ই স্মরণ করা। এর অর্থ, আমাদের বাপ্তিস্মের বাস্তব ঘটনাকে স্মরণ করা অথবা স্মরণ করা যে, আমরা বাপ্তাইজিত ও ঈশ্বরের ক্ষমার প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমরা মুদ্রাঙ্কিত। অর্থাৎ, আমরা যখন বিভিন্ন পাপ করে বসি, যখন আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি আমাদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলি, যখন আমাদের মুখ থেকে মিথ্যা বেরিয়ে পড়ে, যখন আমরা অন্যের সমালোচনা করে বসি, যখন আমরা অন্যের দ্রব্য দেখে লোভ করে বসি, তখন আমাদের উচিৎ আমাদের বাপ্তিস্মকে স্মরণ করা। সেই সত্যকে স্মরণ করা যে, বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, এবং আমাদের শুচি-পবিত্র করা হয়েছে। বাপ্তিস্ম হল আমাদের সেই ক্ষমা পাবার প্রতীক, আমাদের সেই ক্ষমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রতীক।

অনেক সময় টিভিতে বা সিনেমাতে আমরা এমন সব ঘটনাকে দেখতে পাই, যাকে সহজ কথার নোংরা বা অশ্লীল বলা যেতে পারে। এখন এই সমস্ত ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা তা ভুলে যাই, তা নয়। কিন্তু সেই সমস্ত ছবি আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এখন খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে এমন কাজ করার পর, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সেই পাপকে ঢাকা দিতে বিভিন্ন অজুহাতকে খাড়া করতে পারি: সেগুলি ছিল কেবল কয়েক মুহূর্তের ছবি, তেমন বেশি কিছু দেখানো হয়নি, আমি না জেনে তা দেখে ফেলেছি, ইত্যাদি। হ্যাঁ, আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন দূর্বল অজুহাত খাড়া করে থাকি, যেগুলির কোনও মূল্য নেই। বাস্তব সত্য হল, আমাদের পাপের জন্য কোনও অজুহাতই যথেষ্ট নয়, সেই পাপ আপনার হোক বা আমার হোক-না-কেন। কিন্তু পাপ করার পর বিশ্বাসী আমরা যে কাজটা করতে পারি, তা হল, আমরা আমাদের বাপ্তিস্মকে স্মরণ করতে পারি। আমরা সেই সত্যকে স্মরণ করতে পারি যে, ''জল যেমন আমাদের শরীর থেকে ময়লাকে পরিষ্কার করে, ঠিক একই নিশ্চয়তায় তাঁর রক্ত ও তাঁর আত্মা আমাদের আত্মার কলুষতাকে শুচীকৃত করে'' (হাইডেলবার্গ প্রশ্নোত্তর, সংখ্যা ৬৯)।

আমরা যখন বাপ্তিস্মকে দেখি, তখন আমরা কেবল বাহ্যিক শুচিকরণ পদ্ধতিকে দেখতে পাই (যখন আমাদের মাথায় জল ঢালা হয় বা ছিটানো হয়)। কিন্তু এই বাহ্যিক দৃশ্যগ্রাহ্য পদ্ধতি আমাদের রক্ষা করতে পারে না। পরিবর্তে, এই বাহ্যিক শুচিকরণ হল আভ্যন্তরীণ ও অদৃশ্য শুচিকরণের চিহ্ন বা প্রতীক। এই আভ্যন্তরীণ শুচিকরণের দুটি দিক বর্তমান। প্রথম দিকটি হল, আমাদের সমস্ত পাপের অপরাধ থেকে আমাদের শুচি করা হয়, যে ঘটনা সম্পূর্ণভাবে আমাদের বাইরে ঘটে থাকে। আর অন্য দিকটি হল, আমাদের পাপপূর্ণ হৃদয়, যেখান থেকে সমস্ত পাপের সূচনা, পবিত্র আত্মার দ্বারা তার নবীকরণ ঘটে, এবং এই ঘটনা আমাদের মধ্যে ঘটে থাকে। ফলস্বরূপ, আমরা পুনরায় ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও তাঁর আজ্ঞা পালন করতে শুরু করি। উভয় ঘটনাই খ্রীস্টের দ্বারা সাধিত হয়েছে:

(১) ক্রুশের উপর নিজেকে উৎসর্গ করে খ্রীস্ট আমাদের পাপের দেনা শোধ করেছেন;

(২) তিনিই পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে আমাদের নতুন জন্ম দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করি ও তাঁকে বিশ্বাস করি।

অনেক বৎসর আগে আমি বাপ্তাইজিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার পাপক্ষমার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এখনও জলজ্যান্ত। সেইদিন আমাদের মাথায় জল ঢেলে আমাকে বাপ্তাইজিত করা হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়া ছিল আমার পাপ থেকে ঈশ্বরের দ্বারা ক্ষমা পাবার প্রতীক। সেদিন সেই জলের দ্বারা যে ম্যাজিকের ন্যায় আমার সমস্ত পাপ উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা নয়। কিন্তু বিশ্বাসের মাধ্যমে আমি সেদিন ঈশ্বরের পাপ ক্ষমাকারী যে প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলাম, বাপ্তিস্ম ছিল তার চিহ্ন। পুরাতন নিয়মে ত্বকচ্ছেদ ছিল চুক্তির চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক (রোমীয় ৪:১১), যা এখন বাপ্তিস্মের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে (কলসীয় ২:১১)। কিন্তু আমরা জানি যে, ত্বকচ্ছেদের চিহ্ন লাভ করার আগেই অব্রাহাম ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকগাণিত হয়েছিল। আর তাই, চুক্তির সেই চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক কখনও চুক্তির কারণ ছিল না। আবার ইষ্করিয়োতীয় যিহুদার মতো লোকও আছে, যে চুক্তির চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক গ্রহণ করেছিল কিন্তু নিজে চুক্তির বাইরে ছিল। তাই একথা সত্য নয় যে, যতজন চুক্তির বাহ্যিক চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক, তথা বাপ্তিস্ম

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

গ্রহণ করে, তারা সকলেই খাঁটি খ্রীস্টবিশ্বাসী। তথাপি, তীত ৩:৫ পদে, বাপ্তিস্মকে ''পুনর্জন্মের স্নান'' বলা হয়েছে; কারণ এই বাহ্যিক চিহ্নের সঙ্গে আভ্যন্তরীন সত্যঘটনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে, আমরা যখন পথের ধারে কোনও ঠাণ্ডা পানীয়র ছবি দেখি, তখন তা আমাদের পিপাসিত করে। সেই ছবি আমাদের ঠাণ্ডা পানীয়র স্বাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই ছবি বাস্তবে আমাদের পিপাসা পূর্ণ করতে পারে না, কিন্তু সে বিষয়ে মনোরম স্মৃতিকে জাগরিত করে। ঠিক একইভাবে, তীত ৩:৫ পদে, পৌল একথা বলেনি যে, পুনর্জন্মের স্নান দ্বারা বাপ্তিস্ম আমাদের শুচি করতে পারে; কিন্তু বাপ্তিস্ম পুনর্জন্মের সেই ছবি, যা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। হ্যাঁ, বাপ্তিস্ম হল, ঈশ্বরের দ্বারা আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা পাবার চিহ্ন বা প্রতীক।

আর তাই, পাপ করার পর, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে সেই সমস্ত পাপ স্বীকার করি, তিনি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে, তাঁর বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতায়, তিনি সর্বদা আমাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন (১ যোহন ১:৭-৯)। আমার বাপ্তিস্মের দিন, আমার মাথায় যেমন নিশ্চিতভাবে জল ঢালা হয়েছিল; ঠিক তেমনই নিশ্চিতভাবে খ্রীস্টের রক্ত ও আত্মা আমাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর তাই আমার সেই সমস্ত নির্দিষ্ট পাপেরও (রাগ, মিথাকথা, সমালোচনা, লোভ, ইত্যাদি) ক্ষমা করা হয়েছে।

আমি আমার শৈশব গ্রামে কাটিয়েছি। সেই সময় আমি গাছে চড়তাম, কাদার মধ্যে ফুটবল খেলতাম, আর সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন আমার গা থেকে দূর্গন্ধ ছুটত। কিন্তু আমার কাছে সেই নোংরা বা দূর্গন্ধ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ বাড়ি ফিরেই আমি স্নান করতাম। আমাদের শরীরের ন্যায় একইভাবে, আমাদের প্রয়োজন প্রত্যেক দিন আধ্যাত্মিকভাবে পরিষ্কৃত হওয়া। আর তাই, প্রত্যহ আমাদের প্রয়োজন আমাদের বাপ্তিস্মকে স্মরণ করা। দৈনিক কাজের শেষে, আমরা যখন নিজেদের জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, তখন দেখতে পাই, আমরা কত পাপ করেছি। সেই সমস্ত পাপ দেখে, তাদের এড়িয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু তাদের নিয়ে আমাদের প্রয়োজন খ্রীস্টের ক্রুশের কাছে উপস্থিত হওয়া। কারণ, সেই ক্রুশে তিনি আমাদের সেই সমস্ত পাপের পরিবর্তে তিনি আমাদের স্থানে শাস্তি ভোগ করেছেন। সেই সত্যে বিশ্বাসী আমরা যীশুকে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করে, সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পেয়েছি। সেই ক্ষমার চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক হিসাবে আমরা বাপ্তাইজিত হয়েছি। আর তাই আমরা আমাদের বাপ্তিস্মকে স্মরণ করি, খ্রীস্টের রক্ত আমাদের পাপের সমস্ত দাগ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। আর তাই আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমরা বাপ্তাইজিত হয়েছি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com